যুগান্তর

তারিখ: 31 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে কমিশন : নিয়োগ বন্ধ

মাহবুব রহমান, রংপুর ব্যুরো

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, আত্মীয়করণ, অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ সীমাহীন দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত দল গত সপ্তাহে সরেজমিন দু'দিন ধরে তদন্ত করে এর প্রমাণ পেয়েছেন। এর পরই ২৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে এক জরুরি পত্র পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ' ব্যানারে প্রায় একমাস ধরে শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছেন। চলমান আন্দোলন থামাতে ভিসির ভাড়াটিয়া বাহিনী ও ছাত্রলীগ নামধারী ক্যাডাররা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে এসিড নিক্ষেপ করে। এ নিয়ে বিক্ষোভে ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে উঠলে ভিসি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ভিসিকে তার অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে ভিসির পক্ষ নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের একটি অংশ মহানগর নাগরিক কমিটির ব্যানারে পাল্টা আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। আন্দোলনরত শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত 'দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চের' আন্দোলন বন্ধ করতে মহানগর নাগরিক কমিটি পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় রংপুরে ১৪৪ ধারা জারিসহ নানা সংকট তৈরি হয়। এ নিয়ে যুগান্তরসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশ হলে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২৩ জানুয়ারি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি তদন্ত দল পাঠায়। তদন্ত দলের প্রধান ছিলেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মহব্বত খান, সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম ও সদস্য সচিব বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-সচিব ফেরদৌস জামান। তদন্ত দল ২৪ তারিখ পর্যন্ত দু'দিন ধরে সরেজমিন তদন্ত করে নথিপত্রে উল্লেখিত অভিযোগের দুর্নীতির প্রমাণ পায়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে ওই প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা সদস্য হিসেবে উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়া ও তার মেয়ের নাম রয়েছে। এছাড়া অবৈধভাবে থাকা সিন্ডিকেট সদস্য ড. শামসুজ্জামান এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক। আর কোন নিয়ম না মেনেই 'নর্থ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' নামে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তকরণ করা হয়েছে।